করোনা ভীতি উপেক্ষা, আলমডাঙ্গায় ঠান্ডুর জানাজায় শত শত মানুষ

চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের সদস্য ও আলমডাঙ্গার ভাংবাড়িয়া ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি আশাবুল হক ঠান্ডুর দাফন সম্পন্ন হয়েছে। শুক্রবার সকাল ১০ টায় বড়বোয়ালিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। জানাজায় করোনা ভীতি উপেক্ষা করে শত শত মানুষ অংশ নেয়।

আশাবুল হক ঠান্ডুর জানাজায় অংশ গ্রহন করেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি সোলাইমান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন, আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলী, পৌরসভার মেয়র হাসান কাদির গনু, আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ আলমগীর কবীর,

জেলা আওয়ামীলীগের সহসভাপতি খোস্তার জামিল, যুগ্ম-সাধারন সম্পাদক রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার টোটন, সাংগঠনিক সম্পাদক মুন্সি আলমগীর হান্নান, মাসুদুজ্জামান লিটু, তথ্য ও গবেষনা বিষয়ক সম্পাদক ও ভাংবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কাওছার আহমেদ বাবলু, জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি মোহাইমেন হাসান হেজায়ার্দ্দার অনিক, উপজেলা আওয়ামীলীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারন সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাস্টার, কাজি খালেদুর রহমান অরুন, খাদিমপুর ইউপির চেয়ারম্যান আব্দুল হালিম মন্ডল ও মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সচিব ও আওয়ামীলীগ নেতা জিনারুল ইসলাম।

এরআগে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত আশাবুল হক ঠান্ডু বৃহস্পতিবার বিকেলে ঢাকার পপুলার হাসপাতালে মৃত্যুবরন করেন। তার লাশ গভীর রাতে এসে পৌছায় আলমডাঙ্গার বড়বোয়ালিয়ায় গ্রামের বাড়িতে। তার লাশ দাফনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় শুক্রবার সকাল ১০ টায়।

এদিকে, সকাল ১০ টার আগেই বিভিন্ন এলাকা থেকে শত শত মানুষ জানাজার স্থানে এসে উপস্থিত হন। উপস্থিত হন চুয়াডাঙ্গা ও আলমডাঙ্গার নেতাকর্মীরা। নিহত ঠান্ডুর নিজের ও আশপাশের গ্রাম থেকেও মানুষ করোনা ভীতি উপেক্ষা করে জানাজায় অংশ নিতে দেখা যায়। কিছুক্ষনের মধ্যেই বড়বোয়ালিয়া স্কুল মাঠ ও পাশের খোলা জায়গা মানুষে ভর্তি

হয়ে যায়।

প্রথমদিকে, থানার ওসি আলমগীর কবীর মাইকে সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে জানাজায় অংশ নেওয়ার জন্য উপস্থিত সবাইকে অনুরোধ করতে থাকেন। কিন্ত অতিরিক্ত মানুষের চাপে শেষ পর্যন্ত জানাজায় সামাজিক দুরুত্ব বজায় রাখা আর সম্ভব হয়নি।

কুলপালাকে ২-১ গোলে পরাজিত করলো রাধাকান্তপুর

মেহেরপুরের রাধাকান্তপুরে প্রীতি ফুটবল খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ খেলায় ২-১ গোলে রাধাকান্তপুর একাদশ জয়লাভ করে। অপরদিকে অংশগ্রহণ করে চুয়াডাঙ্গা জেলার কুলপালা একাদশ।

খেলায় রাধাকান্তপুর একাদশের হয়ে ১টি করে গোল করেন দলীয় অধিনায়ক হাসনাত শাহিন ও স্ট্রাইকার শামীম। অপরদিকে কুলপালার পক্ষে একমাত্র গোলটি করেন কৃষ্ণ। জাতীয় দলের খেলোয়াড় কেষ্ট ছিল মুল আকর্ষণ। এছাড়াও উভয় দলেই ছিল বহিরাগত খেলোয়াড়।

খেলার প্রথমার্ধে একটি গোল করে দলকে এগিয়ে দেয় শাহিন। দ্বিতীয়ার্ধে দ্বিতীয় গোলটি করে দলকে আরও এগিয়ে দেয় শামীম। সহজ সুযোগ বেশ কয়েকটি মিস করে কুলপালা। শেষ দিকে একটি গোল করে ২-১ গোলে পরাজিত হয়ে মাঠ ছাড়ে তারা।

খেলা পরিচালনা করেন মেহেরপুর জেলার একসময়ের দুর্দান্ত খেলোয়াড় টিটু।

মেপ্র/এমএফআর

কার্পাসডাঙ্গায় জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী পালন

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গায় পালিত হয়েছে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৪৪ তম মৃত্যুবার্ষিকী।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকাল ৪ টার দিকে নজরুল স্মৃতি বিজড়িত পল্লীতে স্মৃতি ফলকে পুস্পমাল্য অর্পণ করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোঃ ইয়াহ খান।

জেলা প্রশাসনের পুস্পমাল্য অর্পণের পরে উপজেলা প্রশাসন, কার্পাসডাঙ্গা নজরুল স্মৃতি সংসদ, কার্পাসডাঙ্গা কলেজ, কার্পাসডাঙ্গা সজীব ওয়াজেদ জয় পরিষদ পুস্পমাল্য অর্পণ করে।

পুস্পমাল্য অর্পণের পর কবির আত্নার মাগফিরাত কামনায় দোয়া ও প্রার্থনা করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসনের নেজারত ডেপুটি কালেক্টর ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আমজাদ হোসেন, উপজেলা সহকারি কমিশনার (ভূমি) মোঃ মহিউদ্দিন, নজরুল স্মৃতি সংসদের সভাপতি এমএ গফুর, সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, ফাদার লাভলু সরকার, রেভাঃ লরেন্স মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল, আটচালা ঘর মালিক প্রকৃতি বিশ্বাস বকুল, মধু বিশ্বাস, প্রভাষক আয়ুব হোসেন, বিল্লাল হোসেন,

বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মাহবুবুর রহমান, শিল্পী নিশাত শারমিন সোনিয়া, আলো মন্ডল, ইউনিয়ন যুবলীগের যুগ্নসম্পাদক রতন বিশ্বাস, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মেহেদী হাসান মিলন, শিমুল রেজা, যুববলীগ নেতা জাব্বার খাবলী, ছাত্রলীগনেতা মেসকাত আলী, সুলতান মাহমুদ, ফরিদুজ্জামান রানা, জাহাঙ্গীর আলম, দীপ বিশ্বাস, মোহন মন্ডল, হক সাহেব, নজরুল স্মৃতি সংসদের আইটি মতিউর রহমান। এদিকে রাত ৮ টার সময় নজরুল স্মৃতি সংসদ কার্যলয়ে ভার্চুয়াল মাধ্যমে গানে গানে নজরুল স্মরণ লাইভ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

দামুড়হুদার জুড়ানপুরে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণের ভ্রাম্যমাণ অভিযান

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার জুড়ানপুর বাজারে চুয়াডাঙ্গা জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণের ভ্রাম্যমাণ অভিযান চালিয়ে জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার ২৭ আগস্ট সকালে চুয়াডাঙ্গা জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণের সহকারী পরিচালক জনাব সজল আহমেদ এর নেতৃত্বে এই ভ্রাম্যমাণ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

এ সময় জুড়ানপুর বাজারে ফার্মেসি, সারের দোকান,কসমেটিকস দোকানসহ বিভিন্ন দোকানে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

এই অভিযানে মেসার্স মোল্লা মেডিক্যাল হল কে মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ রাখার অভিযোগে নগত ৫,০০০ টাকা, মেসার্স বকুল ট্রেডার্স কে মেয়াদ উত্তীর্ণ ফায়ার সার্ভিসের সনদ রাখার অভিযোগে নগত ২,০০০ টাকা ও মেসার্স বিশ্বাস ট্রেডার্স কে মেয়াদ উত্তীর্ণ এগ্রো কেমিক্যালস রাখার অভিযোগে নগত ২,০০০ টাকা জরিমানা করা হয়।

এ সময় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ চুয়াডাঙ্গার সহকারী পরিচালক জনাব সজল আহমেদ বাজারের সকল দোকানদার, কর্মচারীদের ও সাধারণ মানুষদেরকে এই বিষয়ে সচেতন করেন।

দামুড়হুদায় পানিতে ডুবে

প্রতিবন্ধী কিশোরের মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার কেশবপুর গ্রামের বালি গর্তের পানিতে ডুবে আবুল বাশার খাঁন(১২) নামের প্রতিবন্ধী কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। মৃত আবুল বাশার দামুড়হুদা খাঁন পাড়ার আব্দুল মমিন খাঁনের ছেলে।

বৃহস্পতিবার সকালে তার মরদেহ উদ্ধার করে পরিবারের লোকজন।

দামুড়হুদা সদর ইউপির সাবেক মেম্বর ও পরিবারের লোকজন জানান, গতকাল বুধবার সকাল ১০টার দিকে আবুল বাশার বাড়ী থেকে বের হয়ে আর বাড়ী ফেরেনি।

সারাদিন বহু খোঁজা খুঁজি করেও তার কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। সকাল সাড়ে ৯টার দিকে গ্রামের ছেলেরা ঐ বালি গর্তে মাছ ধরতে গিয়ে প্রতিবন্ধী কিশোরের মরদেহ পানিতে ভাসতে দেখে গ্রামে খবর দিলে স্থানীয়রা ও পরিবারের লোকজন সকাল ১০টার দিকে মরদেহ উদ্ধার করে বাড়ীতে নিয়ে আসে।

পরিবারের লোকজনসহ স্থানীয়রা ধারনা করছেন বালি গর্তের ধারে ঘুরতে গিয়ে অসাবধানতা বসত পানিতে পড়ে তার মৃত্যু হয়েছে।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল খালেক ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন

আলমডাঙ্গায় ভ্রাম্যমাণ আদালতে মাদক ব্যবসায়ীর কারাদণ্ড

আলমডাঙ্গায় এক মাদক ব্যবসায়ীকে ১৫ দিনের জেল দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট উপজেলা নির্বাহী কর্মকতা লিটন আলী এই আদেশ দেন।

মাদক ব্যবসায়ী হলেন, উপজেলার কালিদাসপুর সাদা ব্রীজপাড়ার মৃত

জালাল উদ্দিনের ছেলে শফি উল্লাহ।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, কালিদাসপুর সাদা ব্রীজপাড়ার মৃত জালাল উদ্দিনের ছেলে শফি উল্লাহ। দীর্ঘদিন ধরে মাদক ব্যবসা করে আসছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরের আসাননগর কপাটের কাছে থানার এসআই সুফল ও এএসআই কামরুল ইসলাম ওঁৎ পেতে থাকেন। মাদক ব্যবসায়ী কৌশল অবলম্বন করে নেশা জাতীয় ইনজেকশন বিক্রির সময় পুলিশ তাকে আটক করে।

নেশা জাতীয় ইনজেকশন ব্যবসার অপরাধে মাদক নিয়ন্ত্রণ আইনে তাকে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমের ১৫ দিনের করে জেল দিয়েছেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট।

জীবননগরের হাসাদাহে জনতা ব্যাংকের উদ্দ্যোগে গাছের চারা বিতরণ

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৫তম শাহাদাত বার্ষিকীতে জাতীয় শোক দিবস পালন উপলক্ষে হাসাদাহ জনতা ব্যাংক লিমিটেড এর উদ্দ্যোগে গ্রহকের মাঝে ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে বিতরণ করা হয়েছে ।

এ সময় গাছের চারা বিতরণ করেন হাসাদাহ জনতা ব্যাংক শাখা লিমিটেড এর পিও ম্যানেজার এস,এম সুলতানুল ইসলাম, এসও রফিবুল হাসান, আরসিও রাশেদুল করিম,ক্যাশ অফিসার শেখ রিফফাত নওয়ারীন, সাংবাদিক আল আমিন, এসএসসিটু আবু সালাউদ্দীন, ক্যাজুয়াল পিওন ফয়সাল কবির প্রমুখ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গায় জেলা পরিষদের সদস্য আশাবুল হক ঠাণ্ডুর করোনায় মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের ভাংবাড়িয়া ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি ও চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের সদস্য আশাবুল হক ঠান্ডু করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। ইন্নালিল্লাহি—- রাজেউন।

বৃহস্পতিবার বিকেলে ঢাকার পপুলার হাসপাতালের করোনা ইউনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরন করেন। মৃত্যকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৬ বছর।

আশাবুল হক ঠান্ডু ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের বড়বোয়ালিয়া গ্রামের মৃত হাজি সিদ্দিকুর রহমানের ছেলে। তিনি স্ত্রী-দুই ছেলেসহ দলীয় নেতাকর্মী ও অসংখ্য শুভাকাংখি রেখে গেছেন। তাঁর মৃত্যুর খবরে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, সপ্তাহখানেক আগে বড়বোয়ালিয়ার তাঁর নিজ বাড়িতে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন জনপ্রিয় এই নেতা। জ্বর-ঠান্ডা ও শ্বাস কষ্ট অতিরিক্ত বেড়ে গেলে তাকে ঢাকার পপুলার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই তাঁকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছিল। তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাকে হাসপাতালের করোনা ইউনিটে ভেন্টিলেটর দিয়ে রাখা হয়। বৃহস্পতিবার বিকেলে তিনি মরনঘাতি করোনার কাছে হার মেনে নেন। সর্বমহলে জনপ্রিয় এই নেতার জীবন অকালে করোনা কেড়ে নেয়।

জনপ্রিয় এই নেতার মৃত্যু খবর বিকেলে আলমডাঙ্গাসহ তাঁর নিজ ইউনিয়ন ভাংবাড়িয়ার হাটবোয়ালিয়া এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে মানুষের মাঝে শোকের ছায়া নেমে আসে। হতবিহ্বল হয়ে পড়েন তাঁর ভক্ত অনুরাগীরা।

জানা গেছে, নিহত আশাবুল হক ঠান্ডুর সোহাগ ও সোহান নামের দুইটি ছেলে রয়েছে। বড় ছেলে সোহাগ এমবিএ শেষ করে ঢাকার একটি

কোম্পানীতে কর্মরত রয়েছে। ছোট ছেলে সোহান জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স করছে। তারা তাদের স্বনামধন্য পিতাকে অকালে হাঁরিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন।

নিহত ঠান্ডুর চাচাত ভাই আওয়ামীলীগ নেতা জিনারুল ইসলাম জানান, লাশ বাড়িতে এসে পৌছতে গভীর রাত হয়ে যাবে। স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগীতায় শুক্রবার সকাল ১০ টায় লাশ জানাজা শেষে দাফন করা হবে।

এদিকে, আশাবুল হক ঠান্ডুর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি সোলাইমান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সেখ শামসুল আবেদীন খোকন, আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন, উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও পৌর মেয়র হাসান কাদির গনু, হারদী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী নুরুল ইসলাম ও ভাংবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কাওছার আহমেদ বাবলু।

আলমডাঙ্গায় দুই মাদক কারবারির ১ বছর জেল

আলমডাঙ্গায় দুই মাদক কারবারিকে ১ বছর করে জেল দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট উপজেলা নির্বাহী কর্মকতা লিটন আলী ওই আদেশ দেন।

মাদক কারবারিরা হলেন, উপজেলার কামালপুর গ্রামের মহিউদ্দিনের ছেলে সাকিল ও হারদী থানাপাড়ার কুদ্দুস আলীর ছেলে সেলিম। মাদক ব্যবসার অপরাধে তাদের ১ বছর করে জেল দেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, আলমডাঙ্গা উপজেলার কামালপুর গ্রামের মহিউদ্দিনের ছেলে সাকিল ও হারদী থানা পাড়ার কুদ্দুস আলীর ছেলে সেলিম দীর্ঘদিন ধরে মাদক ব্যবসা করে আসছে।

গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কামালপুুর চরপাড়ায় মাদক হাত পাল্ট নোর সময়

থানা এসআই সিন্ধার্থ অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করে।

এ সময় ওই দুই জনের কাছ থেকে ১০ পিচ প্যাথেডিন ও ৯০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

মাদক ব্যবসার অপরাধে মাদক নিয়ন্ত্রণ আইনে তাদের ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমের ১ বছর করে জেল দেওয়া হয়।

দামুড়হুদায় পাটকাঠি এখন পান বরজের শলি

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলায় পাটের চেয়ে পাঠকাঠির কদর বরাবরই বেশি। এবারো তার ব্যতিক্রম নেই। এ জনপদে পাট কাটার ভরা মৌসুম থেকে শুরু করে সারা বছরই পাটকাঠি চড়ামূল্যে বিক্রয় হচ্ছে। তাই পাটকাঠি এখন আর জ্বালানি নয় পান বরজের শলি হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে।

জানা গেছে, বিগত বছরগুলোতে পান চাষে লাভবান হওয়ার কারণে এ জনপদে চাষীরা প্রতিবছর নুতন নতুন পান বরজ তৈরি করে পান চাষে ঝুঁকে পড়ছেন। পানচাষীরা বিপুল উৎসাহ নিয়ে উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের মাঠে নতুন পান বরজ তৈরিতে উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন। অনেক চাষী নিজের জমি না থাকলেও অন্যের জমি লিজ নিয়ে পান বরজ তৈরি করছেন।

প্রতিবছর নানা প্রতিকূলতার ফাঁদে পড়ে পান বরজে ব্যাপকহারে ক্ষতি হয়। পান চাষ করে এ জনপদের অনেক চাষী আজ স্বাবলম্বী হয়েছেন। অনান্য ফসলের লাভ কম হওয়ায় এলাকায় প্রতিবছর ব্যাপকহারে নুতন নতুন পান বরজ তৈরি হচ্ছে। পানচাষে যেমন নিজে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া যায় তেমনই অনেক লোকের কর্ম সংস্থানের সৃষ্টিও করা যায়

অনেকে পান বরজকে আঁকড়ে ধরে পরিবার-পরিজন নিয়ে স্বচ্ছন্দে জীবনযাপন করছেন। শীত মৌসুম শুরু হলে পান বরজের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পান চাষীরা নতুন বরজ তৈরি ও মেরামত করতে শুরু করে। চাষীরা আগে পান বরজে পানের লতা খাড়া করে রাখার জন্যে বাঁশের শলি ব্যবহার করতেন। সম্প্রতি সময়ে বরজের প্রধান উপকরণ বাঁশের মূল্য

অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় বাঁশের বিকল্প হিসেবে ব্যাপকভাবে পাটকাঠির ব্যবহার শুরু হয়েছে।

এ অঞ্চলের চাষী গৃহস্থ পরিবারগুলো পাট চাষ করে সারা বছর রান্নার কাজে পাটকাঠি জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করতেন। তাই পাটকাঠি এখন আর জ্বালানি নয় পান বরজের শলি হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে। জয়রামপুর গ্রামের পাটচাষী ছাত্তার বলেন, গ্রামের লোকজন পাট কাটা শুরু করেছেন। অনেকে পাট শুকানোর কাজ করছেন।

ইতোমধ্যে পাটকাঠি ক্রয়ের জন্যে পাটকাঠি ব্যবসায়ীরা তাগাদা দিতে শুরু করেছেন। অনেকে তাদের নিকট থেকে আগাম টাকা নিয়ে পাটকাঠি বিক্রি করে দিয়েছেন।

পান চাষী শাহজাহান বলেন, এক সময় পান বরজে পানের লতা খাড়া করে রাখার জন্যে বাঁশের শলি ব্যবহার করা হতো। সম্প্রতি সময়ে বরজের প্রধান উপকরণ বাঁশের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে বাঁশের বিকল্প হিসেবে ব্যাপকভাবে পাটকাঠির ব্যবহার শুরু হয়েছে।

পাটকাঠি ব্যবসায়ী আলমডাঙ্গার মজিদ বলেন, সারা বছর পাট চাষীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে পাটকাঠি কিনে এলাকার বিভিন্ন হাটবাজারে এবং নতুন নতুন বরজ মালিকদের কাছে বিক্রি করি। বর্তমানে এলাকার পান বরজে বাঁশের শলির পরিবর্তে পাটকাঠির শলি ব্যবহার হওয়ার কারণে পাটকাঠির কদর বেড়ে গেছে।